ব্রি ধান৪৫

আগাম ধানের কর আবাদ
৪৫ জাতের মোটা ভাত

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি ধান৪৫ জাতটি সংকরায়ণ করে উদ্ভাবন করেছে। এটি ২০০৫ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। ব্রি ধান২৮ এর সমান জীবনকাল কিন্তু ফলন বেশী।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছ ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে অধিক মজবুত।
- গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার।
- ডিগপাতা লম্বা এবং খাড়া।
- ১০০০ ধানের ওজন ২৬ গ্রাম।
- চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা।
- ভাত ঝরঝরে এবং সুস্বাদু।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৭.২%।

ব্রি ধান৪৫

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৪০-১৪৫ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরপ্রতি ৬.০-৬.৫ টন ফলন দিয়ে থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপনঃ** ১-১৫ অগ্রাহায়ন (১৫-৩০ নভেম্বর)।

২. **রোপনের সময়ঃ** ৫ পৌষ-২৫ পৌষ (জানুয়ারি)।

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
৩০-৪০	৭-১৪	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ১৫-২০ দিন পর।

দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর। ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. **আগাছা দমনঃ** রোপণের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৫. **সেচ ব্যবস্থাপনাঃ** ধানের থোর অবস্থা থেকে দানা দুধ অবস্থায় জমিতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. **ফসল কাটাঃ** ২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-৮ এপ্রিল)।

মন্তব্য ঃ

আগাম জাতের চাষে অধিক ফলন পেতে ব্রি ধান৪৫ এর আবাদ করুন।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd